দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাবি ছাত্রীর যৌন হয়রানির ঘটনায় ২য় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

২০০৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনায় একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তের জন্য দ্বিতীয় দফায় গঠিত কমিটির কার্যক্রম তিন সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে উক্ত ঘটনায় গঠিত দুটি কমিটির সকল রেকর্ডও তলব করেছে আদালত। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে উক্ত রেকর্ড আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে। বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি মো: দেলোয়ার হোসেনকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত সোমবার এই আদেশ প্রদান করেন। এছাড়া দ্বিতীয় কমিটি গঠনকে কেন বেআইনি ও অবৈধ ঘোষনা করা হবে না তা জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে আদালত।

নির্যাতিত ছাত্রীর পক্ষের করা একটি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে হাইকোর্ট এসব নির্দেশ দেয়। শুনানিতে বলা হয়, ২০০৮ সালের ৩ মার্চ মনোবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী থাকাকালে রিট আবেদনকারী একই বিভাগের শিক্ষক কামাল উদ্দিনের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হন। উক্ত শিক্ষার্থী এই ঘটনা লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। ঘটনা তদন্তে তৎকালীন প্রো-ভিসি অধ্যাপক আফসা ইউসুফ হায়দারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ গত বছরের ১৮ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষকে আহবায়ক করে ৫ সদস্যের আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। এই ৫ সদস্যের কমিটিতে কোন নারীর স্থান হয়নি। কিন্তু হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী এ ধরনের কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য থাকবে নারীরা। এছাড়া দ্বিতীয় কমিটি গঠনের কোন এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের নেই।